4/c-৬১৭০৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

একই স্মারক ও তারিখ ঠিক রেখে সংশোধিত

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/৩২৭০/৯/ময়মনসিংহ-২৩২/ তারিখ: ২৭.০৬.২০১৯খ্রি.

বিষয়: মহামান্য হইকোর্ট বিভাগের আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য ও কাগজপত্রসহ বোর্ডে উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশাসন/৩২২২/৭/ময়মনসিংহ-২৩২; তারিখ: ০৩.০৪.২০১৯
২। বামাশিবো/প্রশাসন/৩২৬২/ময়মনসিংহ-২৩২/৪;তারিখঃ ২৮/০৫/২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন আল-কারিমূল বারী রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবদুস ছোবহান (বরখাস্তকৃত) বিগত ২৮-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখের আবেদন ও যোগদান পত্র গ্রহণ না করায় অত্র বোর্ডে আপলি আবেদন দাখিল করেছেন। আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থ আত্নসাতের অভিযোগে বিগত ২১-০১-১৯৯৫ খ্রি. তারিখে শোকজবিহীন সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ০৬-১২-১৯৯৫ খ্রি. তারিখে গঠিত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি ৩১-১২-১৯৯৫ খ্রি. তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের তাঁকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে চাকুরিতে পুন:বহালের সুপারিশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে তিনি যোগদান করতে গেলে ভারপ্রাপ্ত সুপার তাঁকে যোগদান করতে বাধা দেয়। পরবর্তীতে অত্র বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার পর মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি চূড়ান্ত বরখাস্ত করে বেতন-ভাতা বন্ধ করলেও অদ্যাবধি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়নি। এছাড়াও ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক দায়ের করা দন্ডবিধির ৪২০/৪০৬ ধারায় মামলা নয়-৬৪ (১২)০১, জিআর নং-৯৮৯/২০০১ আদালত কর্তৃক খারিজ হয় এবং তাঁকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুপার মাওলানা আবদুস ছোবহান (বরখাস্তকৃত) এর আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত ১নং স্মারকে ভারপ্রাপ্ত সুপারকে লিখিত ব্যাখ্যা দাখিলের জন্য পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত সুপার অত্র বোর্ডে জবাব দাখিল করেছেন। ভারপ্রাপ্ত সুপার উল্লেখ করেন-হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আনীত রিট পিটিশন সমূহ খারিজ হওয়ায় সুপার মাওলানা আবদুস ছোবহান (বরখাস্তকৃত) এর যোগদান পত্রটি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং তার যোগদানপত্র গ্রহণ সমীচীন নয় মর্মে জবাব প্রদান করেন। তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে ও মানবিক কারণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ২ নং স্মারকে ১১/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মুখোমুখি শুনানীর জন্য পত্র দেয়া হয়।

আবেদনকারী জনাব মাওলানা আব্দুস ছোবহান শুনানীকালে যে বক্তব্য প্রদান করেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ
তাকে ১৯৯৫ সালে কোন শোকজ ছাড়া আত্মসাতের কথা বলে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত সুপার ৩৭৭৫৪/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে মামলা করে থানায় মামলা নং ৬৪১২/২০০১, সি আর ৯৮৯/২০০১ উক্ত মামলায় তিনি খালাস পান পরে ভারপ্রাপ্ত সুপার রিভিশন দায়ের করার পর খালাস আদেশ বহাল রাখেন। তিনি যোগদান করতে গেলে তাকে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। ২০০২ সালে আপীল আরবিট্রেশনে তাকে ডাকা হয়নি, তার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্ত জানার পর ২০০৩ সালে বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন যা খারিজ হয়েছে। তার বরখাস্ত মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হলেও তখন মাদ্রাসার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে তার বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়নি, খোরপোষ ভাতা ২০০৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এখনো বেতন-ভাতা MPO তে আসছে। যেসব মামলা চালু ছিল ১) ২১০৪/২০০১ সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে যা পরে খারিজ হয়। ২) ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক ফৌজদারী মামলা চলমান ছিল যা থেকে পরে তিনি খালাস পান। সাময়িক বরখাস্ত অর্ডারের পর UNO কর্তৃক তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় তাতে পূর্ণবহালের সুপারিশ করা হয়। পরের UNO বরখাস্ত করে। অন্যদিকে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অডিটে তার বিরুদ্ধে কোন অডিট আপত্তি করা হয় নি এবং বোর্ড থেকে বরখাস্ত অনুমোদনের পর তাকে কোন পত্রও দেওয়া হয়নি।

শুনানীকালে ভারপ্রাপ্ত সুপার যে বক্তব্য প্রদান করেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ
সুপার সাহেব এর বিভিন্ন অনিয়ম বিষয়ে কমিটি পর পর তিনবার শোকজ দেয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া না গেলে ২১/০১/১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ঐ মিটিং এ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিট টিম গঠন করা হয়। প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে কারণ দর্শানোর পত্র দেওয়া হয় কিন্তু জবাব সন্তোষ জনক না হওয়ায় ম্যানেজিং কমিটি ০৬/১২/২০০০ খ্রিঃ তারিখে তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করে। চূড়ান্ত বরখাস্ত আপীল আরবিট্রেশনে অনুমোদন হওয়ার পর তিনি রিট পিটিশন নং ২৫৭/২০০৬ দায়ের করেন যা খারিজ হয়ে যায়, তার পর তিনি সিভিল পিটিশন নং ১৭৯২/২০১২ দায়ের করেন যাহা ১০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে খারিজ হয়ে যায়। পরে রিভিউ পিটিশন নং ৮৭/২০১৮ দায়ের করা হলে তাও খারিজ হয়ে যায়। পরে

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

তিনি উক্ত আদালতের রায় গোপন করে হাই কোর্টে রিট পিটিশন নং ৩২৪/২০১৯ দায়ের করেন যার প্রেক্ষিতে তার ১২/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য আদেশ হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থায় যেহেতু জনাব মাওলানা আব্দুস ছোবহান এর চাকুরী থেকে বরখাস্ত বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগ কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখা হয়েছে সেহেতু উক্ত বিষয়ে বোর্ডের পক্ষে কোন করনীয় নেই মর্মে এতদ্বারা তার ১২/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

স্বাঃ

মো: সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

১। সভাপতি/ ভারপ্রাপ্ত সুপার, ম্যানেজিং কমিটি, আল-কারিমূল বারী রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা
ডাকঘর: চরঘাগড়া, উপজেলা: সদর, জেলা: ময়মনসিংহ।

২। জনাব মাওলানা আব্দুস ছোবহান (সুপার বরখাস্তকৃত) রিট পিটিশন নং ৩২৪/২০১৯ এর আবেদনকারী, পিতাঃ মৃত কাজিম উদ্দীন, গ্রাম ও পোঃ ভোলার আলগী, থানাঃ গৌরীপুর, জেলাঃ ময়মনসিংহ।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/৩২৭০/৯/ময়মনসিংহ-২৩২/

তারিখ: ২৭.০৬.২০১৯খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ ;
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ ;
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ ;
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ ;
৫. জনাব মো: আ: ছোবহান (বরখাস্তকৃত সুপার), আল-কারিমূল বারী রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর: ভোলার আলগী, উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ;
৫. চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মহোদয়ের অবগতির জন্য);
৬. পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. অফিস কপি।

১৫/৩/২০২০

মো: ওমর ফারুক
উপ রেজিষ্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪

১৫/৩/২০২০

E:\Hanif Sir\232.Docx